

প্ৰশ্ন

প্ৰশ্ন: আমি তিউনসিয়ি়াৰ অধবিসী একজন ধাৰ্মকি ময়ে। আমাৰ সমস্যাহু হুহু- আমাকে বয়িরে প্ৰস্ৰ্তাবকাৰী হুলে আমাৰ হযিব পৰাকে মনে নহুিহু না, এমনকি সটো যদি আধুনকি যুগে হযিব হয় সটোও না। আমাৰ প্ৰশ্ন হুহু- আমি কিতাৰ সাথে সম্পৰ্ক কৰব; নাকি প্ৰত্যাখ্যান কৰব? উল্লেখ্য, অধকিংশ তিউনসিয়ি়ান হুলে এ ধৰনে মানসকিতাৰ হয়ে থাকে।

প্ৰয়ি উত্তৰ

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্ৰশংসা আল্লাহৰ জন্য। সম্মানতি বোন, আপনাৰ জন্য আমাদেৰে উপদশে হুহু- প্ৰবৰ্তী ও পৰবৰ্তী সমস্ত মানুষেৰে জন্য আল্লাহৰ দয়ো উপদশে। য়ে উপদশেৰে মধ্যে দুনিয়া ও আখৰোতৰে কল্যাণ নহিতি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলনে: “বস্তুতঃ আমি নিৰ্দ্দেশে দয়িহুি তমোদেৰে প্ৰবে যাদেৰেকে কতিব দয়ো হয়েহুে তাদেৰেকে এবং তমোদেৰেকে –‘তমোদেৰে সবাই আল্লাহকে ভয় কৰ।’ [সূৰা নসিা, আয়াত: ১৩১] আল্লাহকে অসন্তুষ্ট কৰে দুনিয়ায় কিতাল কিছু পাওয়া যাবে! আল্লাহৰ সন্তুষ্টিৰ পথ ছাড়া কিত সুখেৰে কোন পথ আছে! কোন মুমনি কিত আখৰোতকে ধ্বংস কৰে দুনিয়া পতে চাইবে! আল্লাহ তাআলা বলনে: “হে ঈমানদাৰো, আল্লাহকে ভয় কৰ। প্ৰত্যকে ব্যক্তি চিন্তা কৰে দেখুক আগামী দিনেৰে জন্য সয়ে কী (পূণ্য কাজ) অগ্ৰমি পাঠয়িহুে। আল্লাহকে ভয় কৰ। নিশ্চয় তমোদেৰে যা কিছু কৰ আল্লাহ সয়ে সম্পৰ্কে সম্যক অবগত। তমোদেৰে মত হয়ে না যারা আল্লাহকে ভুলে গহুে। ফলে আল্লাহ তাদেৰেকে আত্মভোলা কৰে দয়িহুেনে। ওরাই পাপাচাৰী।” [সূৰা হাশৰ, আয়াত: ১৮-২০] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুলেকে যমেন দ্বীনদাৰ ময়ে পছন্দ কৰাৰ নিৰ্দ্দেশে দয়িহুেনে ঠকি তমেনি ময়েকে ও ময়েৰে পৰবিাৰকে দ্বীনদাৰ হুলে পছন্দ কৰাৰ নিৰ্দ্দেশে দয়িহুেনে। আবু হুৰায়রা (রাঃ) থকে বৰ্ণতি তনি বলনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলহুেনে: “তমোদেৰে য়ে হুলেৰে দ্বীনাদাৰি ও চৰতিৰেৰে ব্যাপাৰে সন্তুষ্ট হতে পাৰ সয়ে যদি প্ৰস্ৰ্তাব দয়ে তাহলে তাৰ কাহুে বয়িে দাও। যদি তা না কৰ তাহলে পৃথবীতে মহা ফতেনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে।” [সুনানে তৰিমজি (১০৮৪) আলবানী সহহি সলিসলিা (১০২২) গ্ৰন্থে হাদসিটকি হাসান বলহুেনে] য়ে ব্যক্তি তাৰ স্ত্ৰীকে হযিব পৰধিনে বাধা দয়ে সয়ে দ্বীনদাৰ ও চৰতিৰবানদেৰে কাতাৰে পড়ে না; যা দখে বয়িে দতিে বলা হয়েহুে। বৰং প্ৰবল ধাৰনা হুহু- য়ে লোক তাৰ স্ত্ৰীকে হযিব পৰতে বাধা দয়ে সয়ে অন্য আৰো অনকে কবরি গুনাহ, হাৰাম ভক্ষণ, আল্লাহৰ বধিনাবলীৰ মৰ্যাদা রক্ষা ইত্যাৰ্দি ক্ষেত্ৰে শথিলিতা কৰবে। এ ধৰনেৰে লোক তাৰ স্ত্ৰী ও পৰবিাৰকে কতিবে হফেযত কৰবে, কতিবা কতিবে তাৰ সন্তানসন্ততকি আল্লাহৰ আনুগত্ৰে উপৰ লালন-পালন কৰবে অথচ সয়ে নজিহে গুনাহ কৰে ও গুনাৰ কাজেৰে নিৰ্দ্দেশে দয়ে। আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িয়া (ফকিহী বশিবকোষ) গ্ৰন্থে (২৪/৬২) এসহুে-অভিবাকৰে কৰ্তব্য হুহু- তাৰ অধীনস্থকে তাকওয়াবান ও দ্বীনদাৰ পুৰুষেৰে কাহুে বয়িে দয়ো। শাইখ সালেহে আল-ফাওয়ান ‘আল-

মুনতাকা' গ্রন্থে (৪, প্রশ্ন নং ১৯৮) বলেন: বয়রে ক্ষত্রে সৎ ও দ্বীনদার পাত্র নর্বাচন করা কর্তব্য। য়ে পাত্র বয়রে পবিত্রতা রক্ষা করবে ও সুন্দর দাম্পত্য জীবন যাপন করবে। এ ক্ষত্রে কোনরূপ ছাড় দয়ো জায়যে নয়। বর্তমানে এই স্পর্শকাতর বিষয়ে ব্যাপক অবহলো দেখো যাচ্ছে। এখন লোকরো এমন ছলেদেরে কাছে ময়ে বয়ে দেয়ে অথবা তাদের আত্মীয়দেরে বয়ে দেয়ে য়ে ছলেরো আল্লাহকে ভয় করে না, পরকালকে পরয়ো করে না। নারীদেরে পক্ষ থেকে এ ধরনের স্বামীর ব্যাপারে ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। নারীরা এ ধরনের স্বামীদেরে নয়ে সাংঘাতকি পরেশোনতি পড়ে যাচ্ছেনে। কনিতু বয়রে আগে তারা যদা সৎ পাত্র তালাশ করত আল্লাহ তাদেরে জন্য এমন পাত্র পাওয়া সহজ করে দতিনে। কনিতু অধিকাংশ ক্ষত্রে অবহলোর কারণে, অথবা সৎ পাত্রেরে ব্যাপারে গুরুত্ব না দয়েরে পরপ্ৰিক্ষতি এমনটি ঘটছে। খারাপ লোক কোনদনি ভাল হয় না। তাই পাত্র নর্বাচনে অবহলো করা জায়যে নয়। কারণ খারাপ লোক তার স্ত্রীর সাথে খারাপ আচরণ করবে। এমনকি স্ত্রীকে দ্বীনবমিখ করে ফলেতে পারে। সন্তান-সন্ততির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফলেতে পারে। সমাপ্ত। শাইখ উছাইমীন (রহঃ) নুবুন আলাদ দারব ফতোয়া সংকলনে (বিবাহ/পাত্র নর্বাচন/প্রশ্ন নং-১৬) বলেন: ময়েরে অভিভাবকেরে উপর ফরজ হচ্ছে- প্রস্তাব দয়ো ছলেরে দ্বীনদারি ও চরিত্রিকি বিষয়ে খোঁজ-খবর নয়ো। যদা ভাল তথ্য পাওয়া যায় তাহলে বয়ে দবি। আর যদা বিরূপ তথ্য পাওয়া যায় তাহলে বয়ে দয়ো থেকে বরিত থাকবে। যদা আল্লাহ দেখেনে য়ে, এই অভিভাবক শুধু দ্বীনদারি ও চরিত্রিকি কারণে এই ছলেরে কাছে বয়ে দেয়েনিতাহলে তিনি অচরিহে তার ময়েরে জন্য দ্বীনদার ও চরিত্রিবান ছলেরে ব্যবস্থা করে দবিনে। সমাপ্ত। আমরা আপনার জন্য ভাল মনে করি য়ে, আপনি এই ছলেরে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুন। আল্লাহ আপনার জন্য এর চয়ে ভাল কোন পাত্রেরে ব্যবস্থা করে দবিনে। আল্লাহই ভাল জানেনে।